হাওয়ারীনামা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ১৮

(১)এরপর হযরত পৌল রা. এথেন্স ছেড়ে করিন্থ শহরে গেলেন। সেখানে আকুইলা নামে এক ইহুদির সংগে তার দেখা হলো, জন্মসূত্রে তিনি ছিলেন পন্তীয়। (২)মাত্র কয়েকদিন আগেই তিনি তার স্ত্রী প্রিস্কিল্লাকে নিয়ে ইতালি থেকে এসেছিলেন।

কারণ ক্লাউডিয়াস সকল ইহুদিকে রোম ছেড়ে চলে যেতে হুকুম দিয়েছিলেন। পৌলতাদের দেখতে গেলেন। (৩)এবং তিনিও তাদের মতো তাঁবু তৈরির কাজ করতেন বলে তাদের সংগে থেকে কাজ করতে লাগলেন।

(৪)প্রত্যেক সাব্বাতে তিনি সিনাগোগে গিয়ে গ্রীক ও ইহুদিদের সংগে আলোচনা করতেন, যেনো তাদের বোঝাতে পারেন। (৫)হযরত সিল র. ও হযরত তিমথীয় র. মেসিডোনিয়া থেকে আসার পর হযরত পৌল রা. কেবল আল্লাহর কালাম প্রচারে তাঁর সমস্ত সময় কাটাতে লাগলেন। ইহুদিদের কাছে তিনি এই সাক্ষ্য দিতেন যে, হযরত ইসা আ.-ই ছিলেন মসিহ।

(৬)কিন্তু তারা যখন তাকে বাধা দিলো ও তিরস্কার করতে লাগলো, তখন তিনি তাদের বিরুদ্ধে তার কাপড় ঝেড়ে ফেললেন এবং বললেন, "আপনাদের রক্তের দায় আপনাদের নিজেদের মাথার ওপরেই থাকুক; আমি নির্দোষ। এখন থেকে আমি অ-ইহুদিদের কাছেই যাবো।" (৭)অতঃপর তিনি সিনাগোগ ছেড়ে তিতিওস-ইওস্তোস নামে এক লোকের ঘরে চলে গেলেন। সে আল্লাহর এবাদত করতো। সিনাগোগের পাশেই ছিলো তার বাড়ি। (৮)সিনাগোগের প্রধান, ক্রিসপাস ও তার বাড়ির সবাই হযরত ইসা আ.এর ওপর ইমান আনলেন। এবং করিন্থীয়দের মধ্যে অনেকেই হযরত পৌলরা কথা শুনে ইমান আনলো এবং বায়াত নিলো।

(৯)একদিন রাতের বেলা আল্লাহ্ দর্শনের মধ্যদিয়ে হযরত পৌল রা.-কে বললেন, "ভয় করো না। কথা বলতে থাকো। চুপ করে থেকো না, (১০)কারণ আমি তোমার সংগে-সংগে আছি। তোমার ক্ষতি করার জন্য কেউই তোমাকে আক্রমণ করবে না, কারণ এই শহরে আমার অনেক লোক আছে। " (১১)হযরত পৌল রা. দেড় বছর সেই শহরে থেকে লোকদের আল্লাহর কালাম শিক্ষা দিলেন।

(১২)কিন্তু গাল্লিয়ো যখন আখায়া প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন, তখন সব ইহুদি এক হয়ে হযরত পৌল রা.-কে ধরে বিচারের জন্য আদালতে আনলো। (১৩)তারা বললো, "এই লোকটা এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে লোকদের উস্কে দিচ্ছে, যা শরিয়তের বিরুদ্ধে।"

(১৪)হযরত পৌল রা. কথা বলতে যাবেন, এমন সময় গাল্লিয়ো ইহুদিদের বললেন, "হে ইহুদিরা, এটা যদি কোনো অন্যায় বা ভীষণ কোনো দোষের ব্যাপার হতো, তাহলে তোমাদের অভিযোগ আমি শুনতাম।

(১৫)যেহেতু এটা বিশেষ কোনো কথার ব্যাপার, কারো নামের ব্যাপার ও তোমাদের শরিয়তের ব্যাপার, সেহেতু তোমরা নিজেরাই এর মীমাংসা করো। আমি ওসব ব্যাপারে বিচার করতে চাই না।" (১৬)এবং তিনি আদালত থেকে তাদের বের করে দিলেন।

(১৭)তখন তারা সবাই মিলে সিনাগোগের প্রধান, সোস্থিনিকে ধরে আদালতের সামনে মারধর করলো। কিন্তু গাল্লিয়ো এর কোনো কিছু চেয়েও দেখলেন না। (১৮)বেশ কিছুদিন এখানে কাটানোর পর হযরত পৌল রা. ইমানদার ভাইদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। এবং আকুইলা ও প্রিস্কিল্লাকে সংগে নিয়ে সমুদ্র পথে সিরিয়ায় গেলেন। তিনি একটি মানত করেছিলেন বলে কিংক্রিয়া বন্দরে তার মাথার চুল কেটে ফেললেন ।

(১৯)ইফিসে পৌঁছে তিনি তাঁদের সংগ ছাড়লেন। কিন্তু প্রথমে তিনি সিনাগোগে গেলেন এবং ইহুদিদের সংগে আলোচনা করলেন। (২০)যখন তাঁরা তাকে তাদের সংগে কিছুদিন থাকতে বললো, তখন তিনি রাজি হলেন না। (২১)কিন্তু সেখান থেকে চলে যাবার সময় তিনি বললেন, "ইনশা-আল্লাহ্, আমি আবার ফিরে আসবো।" তারপর তিনি ইফিস থেকে জাহাজে করে রওনা হলেন।

(২২)যখন তিনি কৈসরিয়ায় পৌঁছলেন, তখন জাহাজ থেকে নেমে জেরুসালেমে গেলেন। কওমের লোকদের সালাম জানাবার পর তিনি আন্তিয়খিয়াতে চলে গেলেন। (২৩)সেখানে কিছুদিন কাটানোর পর তিনি সেখান থেকে যাত্রা করলেন এবং গালাতিয়া ও ফরুগিয়া এলাকার এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে-ঘুরে ইমানদারদের সবাইকে উৎসাহ দিয়ে শক্তিশালী করে তুললেন।

(২৪)এর মধ্যে আপল্লো নামে একজন ইহুদি ইফিসে এলেন। আলেকজান্দ্রিয়া ছিলো তার জন্মস্থান। তিনি একজন সুবক্তা ছিলেন, এবং আল্লাহর কালাম খুব ভালোভাবে জানতেন। (২৫)আল্লাহর পথের বিষয়ে তাকে বলা হয়েছিলো।

তিনি আল্লাহর রুহের প্রবল উৎসাহে কথা বলতেন এবং হযরত ইসা আ. এর বিষয়ে সঠিক শিক্ষা দিতেন। যদিও তিনি কেবল হযরত ইয়াহিয়া আ. এর বায়াতের কথা জানতেন।

(২৬)তিনি খুব সাহসের সংগে সিনাগোগে কথা বলতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু যখন প্রিস্কিল্লা ও আকুইলা তাঁর কথা শুনলেন, তখন তাঁকে এক পাশে নিয়ে গিয়ে আল্লাহর পথের বিষয়ে সঠিকভাবে জানালেন।

(২৭)যখন তিনি আখায়াতে যেতে চাইলেন, তখন ইমানদার ভাইয়েরা তাঁকে উৎসাহ দিলেন এবং তাঁকে গ্রহণ করার জন্য সেখানকার ইমানদার ভাইদের কাছে চিঠি লিখলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি আল্লাহর রহমতে যারা ইমান এনেছিলো, তাঁদের খুব সাহায্য করলেন। (২৮)তিনি খুব জোরালো যুক্তি দিয়ে প্রকাশ্যে ইহুদিদের হারিয়ে দিলেন এবং পাক-কিতাবের মধ্য থেকে প্রমাণ করলেন যে, হযরত ইসা আ.-ই মসিহ।